সম্পাদকীয়

আন্তর্জাতিক নারী দিবস শতবর্ষ পাড়ি দিল। এ উপলক্ষে সরকারি-বেসরকারি নানা উদ্যোগের আড়ম্বর চারপাশে। এনজিওরা পিছিয়ে নেই। বরং কয়েকগুণ উদ্যোমে আর বিদেশী বিশেষ ফান্ডের আনাগোনায় 'নারী উন্নয়নের' কর্মসূচি নিয়ে কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে। আর কসমেটিক ব্যবসায়ীরা নারীকে 'গায়ের ও চুলের রংঢং' বদলে ভাগ্য বদলের আহ্বান দিয়ে রমরমা ব্যবসার আয়োজনে ব্যস্ত। এসবের ভিড়ে সেইসব নারী শ্রমিক যারা সুঁই কারখানায়, পোশাক কারখানায় কাজ করতে গিয়ে দাবি তুলে নারী দিবসকে ইতিহাসে স্থান দিয়েছেন তাদেরকে ভুলে যেতে, ম্লান হতে দেখি। শুধু তাই নয়, ফিরে তাকাই না আমাদের দেশের নারী শ্রমিকদের দিকেও। গার্মেন্টস শিল্পের ভিত মজবুত করতে গিয়ে যে নারীরা প্রাণ দেন, পুড়ে মারা পড়েন তাদের প্রাণের প্রতিদান দিতে আমরা কতটা প্রস্তুত সেইসব প্রশ্ন আমরা সামনে আনি না। যেভাবে ওভারটাইম নাইট ডিউটি করে এসকল গার্মেন্টস শ্রমিক মারা যান কিংবা গাজীপুরের *গরীব এন্ড গরীব* গার্মেন্টেসে ১৩ জন নারী শ্রমিকসহ ২১জন শ্রমিক দম বন্ধ হয়ে, আগুনে পুড়ে মারা যান সেই শ্রমিকদের জীবন সংগ্রামকে ভুলে গিয়ে আমরা সার্বিক নারী মুক্তির লড়াইকে সংগঠিত করতে সক্ষম হবো কি? তাই এ শতবর্ষের প্রাক্কালে আমরা স্মরণ করতে চাই প্রথমে সেইসকল নারী শ্রমিকসহ শতবছরের লড়াকুদের। আমরা স্মরণ করতে চাই ক্লারা, রোজা, কোলনতাইকে আর আমাদের অঞ্চলের রোকেয়া, প্রীতিলতা, ইলামিত্রসহ আন্দোলন সংগ্রামের তাত্ত্বিক ও সংগঠকদের। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের নানা আয়োজনের ভিড়ে নারী মুক্তির লড়াইয়ের যোদ্ধা হবার দাবিদার হিসেবে আমরা যখন নিজেদেরই করণীয় নিয়ে ভাবছি, ১০০ বছরে নারীর অবস্থানের আগুপিছু পর্যালোচনায় বসেছি তখন ভীষণভাবে 'মুক্তস্বর' প্রকাশের তাগিদ অনুভব করি। নিজেদের ভাবনা চিন্তাগুলোকে সুসংগঠিতভাবে হাজিরের জন্য পত্রিকা ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ নেই। কোনো অবস্থাতেই এই শতবর্ষ পূর্তিতে আমাদের নীরব থাকার পথ ছিল না। তাই আমরা মুখ খুলতে আর কলম চালাতে বাধ্য হই। এর মাধ্যমেই পাঠক এবং আমাদের নারী-পুরুষ সহযোদ্ধাদের সাথে চিন্তার সেতু বন্ধন রচনার ইচ্ছা প্রকাশ করি আমরা।

নানান সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সকলের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টায় আর নারী দিবসের শক্তির প্রেরণায় আমরা পত্রিকা বের করতে পেরে আনন্দিত। পত্রিকা নিয়মিত করার বিষয়ে কোনোরকম

অঙ্গীকার না করে এটুকু বলতে চাই পত্রিকা প্রকাশে আমাদের যে ভরপুর আগ্রহ তা ধরে রেখে পত্রিকা নিয়মিত করার জন্য যথাসাধ্য সচেষ্ট থাকবো।

নারী দিবসের বিশেষ এই সংখ্যায় আমরা এই দিবসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং ১০০ বছরে নারীর অবস্থানের পর্যালোচনা নিয়ে সংগঠনের সমন্বয়ক শ্যামলী শীল ও তেল গ্যাস রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব আনু মুহাম্মদদের একটি করে লেখা ছাপিয়েছি। এছাড়া আমাদের অঞ্চলের শত বছরের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি-তাত্ত্বিক-সংগঠক, নারীবাদী চিন্তার অগ্রদূত রোকেয়ার চিন্তার সাথে তাল মিলিয়ে আমরা কতটা অগ্রসর হয়েছি, কতটা জেনেছি তা নিয়ে সহমন্বয়ক তাসলিমা আখতার লিখেছেন।

এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ৩ জন গুরুত্বপূর্ণ সংগঠকের জীবনী ও নারী বিষয়ে তাদের ১টি করে লেখা আমরা ছাপিয়েছি এ সংখ্যায়। এ সমস্ত লেখার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের চিন্তা-ভাবনা আপনাদের সাথে বিনিময় করতে পারলে কৃতার্থ হবো।

সম্পাদনা পরিষদ
০৮ মার্চ, ২০১০